



## 221924 - যবে নারী অসুস্থ; যার রোযা রাখার শক্তিনাই

### প্রশ্ন

আমার স্ত্রী নম্ন রক্তচাপ (Low Blood Pressure) এ ভুগছেন। যবে রোগে তাকে শারীরিকভাবে দুর্বল করে দচ্ছবে এবং রোযা রাখার ক্ষত্রেবে বাধা হচ্ছবে। যদি সবে রোযা রাখবে তাহলে খুব দুর্বল হয়ে পড়বে; এমনকি বহুঁশ হওয়ার অবস্থা হয়ে যায়। রোযাগুলো কাযা পালন করার ক্ষত্রেবে তার উপর ককিরা আবশ্যক। যবে ককি গরীবদেরকে খাদ্য দয়োর জন্য কচ্ছ অর্থ পরিশোধ করবে? যদি সটো করা যায় তাহলে ককি সবে ঐ অর্থ একটা ইসলামী দাতব্য সংস্থাকে দতিবে পারবে; যারা যুদ্ধে ক্ষতগ্রিস্ত মুসলমি দেশে মুসলমানদেরে জন্য খাদ্য ও সহযোগতি সরবরাহ করে থাকে। কারণ আমার স্ত্রী বশ্বিবেবে এমন এক উন্নত দেশে থাকনে যখনেবে গরীবদেরকে মুসলমি দেশেগুলোতে বসবাসকারীদের সাথে তুলনা করলে তারাও ধনী লোক হিসেবে গণ্য হবনে।

### প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

এ রোগটি যদি দীর্ঘস্থায়ী রোগ না হয় এবং সুস্থ হওয়ার আশা থাকবে; তাহলে তনি সুস্থ হওয়ার অপেক্ষা করবনে এবং যবে দনিগুলোর রোযা রাখতে পারনে ককি সবে দনিগুলোর রোযা কাযা পালন করবনে।

আর যদি রোগটি দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং সুস্থ হওয়ার আশা না থাকবে; তাহলে তার উপর থেকে কাযা পালনেবে আবশ্যকতা মওকুফ হয়ে যাবে এবং রমযান মাসরে প্রতদিনেবে বদলে একজন করে মসিকীন খাওয়ানবে ওয়াজবি হবে।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াকে এমন ব্যক্তি জিজ্ঞেসে করা হয়েছিলি যবে ব্যক্তি রোযা রাখতে গেলে বহুঁশ হয়ে পড়ে। জবাবে তনি বলনে: যদি রোযা রাখা তার জন্য এ ধরণেবে রোগেবে কারণ হয় তাহলে সবে রোযা না রাখবে কাযা পালন করবনে। যদি যবে কোন সময় রোযা রাখলেই তার এ অবস্থা হয় তাহলে তনি রোযা পালনেবে অক্ষম হিসেবে গণ্য হবনে এবং প্রতদিনেবে বদলে একজন করে মসিকীন খাওয়ানবে। আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ [মাজমুউল ফাতাওয়া (২৫/২১৭) থেকে সমাপ্ত]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলনে:

"অক্ষম ব্যক্তির উপর রোযা ফরয নয়। দললি হচ্ছবে আল্লাহর বাণী: "আর কটে অসুস্থ থাকলে কটিবা সফরে থাকলে সবে অন্য দনিগুলোতে সংখ্যা পূরণ করবে"। [সূরা বাক্বারা, ২:১৮৫]



তবে গবেষণার মাধ্যমে এটা পরিস্কার যবে, অক্ষমতা দুই প্রকার: সাময়িক অক্ষমতা ও স্থায়ী অক্ষমতা। সাময়িক অক্ষমতা হল: যা দূর হওয়ার আশা রয়েছে। আয়াতে সবে অক্ষমতার কথায় উল্লেখ করা হয়েছে যবে, অক্ষম ব্যক্তির অক্ষমতা দূর হলে সবে রোযাগুলো কাযা করবে। যহেতু আল্লাহ্ বলছেন: "সবে অন্য দিনগুলোতে সংখ্যা পূরণ করবে"। আর স্থায়ী অক্ষমতা হল যা দূর হওয়ার আশা নহে। এমন ব্যক্তির ওপর প্রতিদিনের বদলে একজন করে মসিকীন খাওয়ানো ওয়াজবি।"[আল-শারহুল মুমতী (৬/৩২৪-৩২৫) সমাপ্ত]

দুই:

রোযার কাফফারা হিসেবে যবে পরিমাণ খাদ্য দয়ো ওয়াজবি: প্রতিদিনের বদলে একজন মসিকীনকে খাদ্য দেওয়া। এর পরিমাণ হচ্চে-- স্থানীয় বাসনিদাদরে প্রধান খাদ্যদ্রব্যেরে অর্ধ সা'। অর্ধ সা'-এর ওজন প্রায় দড়ে কলিগ্ৰাম।

ফাতাওয়াল লাজনাহ আদ-দায়মি, প্রথম খণ্ডে (১০/১৬৭) এসছে: "আপনি যবে কয়দিনেরে রোযা রাখেননি সবে কয়দিনেরে প্রতিদিনেরে বদলে একজন মসিকীনকে খাদ্য ফদিয়া হিসেবে প্রদান করলে হবে। একদিনেরে খাদ্যেরে পরিমাণ হচ্চে অর্ধ সা'। অর্থাৎ প্রায় দড়ে কলিগ্ৰাম চাল, গম বা অন্য কোন খাদ্যদ্রব্য সাধারণত স্থানীয়রা যবে খাদ্য খয়ে থাকে।"[সমাপ্ত]

তনি:

এমন মসিকীনকে খাওয়ানো ওয়াজবি যবে মসিকীনেরে কাছে তার নতিয়দিনেরে প্রয়োজনীয় খাদ্য নহে। তাই আপনাদেরে দেশে যদি মসিকীন না থাকে তাহলে অন্য যবে দেশে মসিকীন আছে সেখানে খাদ্য প্রদান করার জন্য কাউকে দায়িত্ব দয়ো জায়যে হবে। আমরা যতটুকু পারি আল্লাহ্ আমাদেরকে ততটুকু পালন করার নরিদশে দয়িছেন।

অনুরূপভাবে আপনারা যবে দেশে থাকেন সবে দেশেরে চয়ে যদি অন্য কোন দেশে ক্ষুধাগ্রস্ততা ও প্রয়োজন বশেইয় তাহলে কাফফারা ও সদকা সেই দেশে স্থানান্তরতি করা জায়যে আছে।

আরও জানতে দেখুন: 4347 নং ও 43146 নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।